দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 MAR 1996

পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ৭

গাইবান্ধায় প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে যাওয়া ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গাইবান্ধা।– গাইবান্ধা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝরে যাওয়া ছাত্রের সংখ্যা এক উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯৯০ থেকে '৯৪ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তি ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগ কমে গেছে। শিক্ষা বিভাগ এই জরিপ রিপোর্ট তৈরি করেছে।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৯০ সালে গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৫৪ হাজার ৬শ' ৯০ জন ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি হয়। ১৯৯৪ সালে এসব ছাত্র–ছাত্রীর মধ্যে ৫ম শ্রেণী পেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে মোট ৩০ হাজার ১শ' ৩১ জন। উত্তীর্ণের এই হার মোট ভর্তি ছাত্র–ছাত্রীর শতকরা ৫৫ ভাগ।

১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত উঠতেই মোট ২৪ হাজার [illegible]শ' ৫৯ জন ছাত্র–ছাত্রী স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। শিক্ষার প্রতি ছাত্র–ছাত্রীদের আগ্রহের অভাব, এসব শিশুদের স্কুলের পরিবর্তে সংসারের কাজে লাগানো অথবা তাদের উপার্জনের কাজে লাগানোর কারণে এভাবে ছাত্র–ছাত্রী ঝরে পড়েছে বলে জানা গেছে।

তবে বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বলে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের অভিমত। সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ, বিশেষ করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় অভিভাবকদের উপর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর ফলে ছাত্র–ছাত্রীদের লেখা পড়ার দিকে আগ্রহী করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষা বিভাগের এক জরিপ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে জেলার ৭টি থানার ১৪টি ইউনিয়নের ১শ' ৭১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় নেয়া হয়েছে। এতে প্রতি মাসে প্রায় ৩শ' মেট্রিক টন গম বরাদ্দ দেয়া হয়। এই কর্মসূচীর ফলে উল্লিখিত ১শ' ৭১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তি ৫২ হাজার ৭শ' ৪৮ জন ছাত্র–ছাত্রীর মধ্যে ২৩ হাজার ২শ' ৪৫ জন ছাত্র–ছাত্রী–সুবিধাভোগ করছে। এসব বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রীর উপস্থিতির হার শতকরা ৮৫ ভাগ না হলে তারা শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচীর গম পাবে না। এই কড়াকড়ির জন্য বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রীর উপস্থিতির হারও বহুলাংশে বেড়েছে। শুধু তাই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর ফলে অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকেও ছেলে মেয়ের উপস্থিতির হার যথেষ্ট বেড়েছে। বর্তমানে জেলার মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীর উপস্থিতির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩ দশমিক ৭৪ ভাগ যা পূর্বেরতুলনায় অনেক বেশী। ফলে ৯৫ সালে ঝরে যাওয়া ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা কমে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।